দৈনিক
ইত্তেফাক
ঢাকা: রবিবার ৪ চৈত্র ১৪১৮
১৮ মার্চ ২০১২

কোন জাতের আম কখন খাবেন

•কৃষিবিদ মো: শরফ উদ্দিন•

বর্তমানে দেশের সব জেলাতেই কম-বেশি আমের চাষ হচ্ছে। তবে বাণিজ্যকভাবে আমের চাষ দেশের উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলোতে এখনও সীমাবদ্ধ। মাটি ও আবহাওয়াগত কারণে সুস্বাদু ও গুণগতমানসম্পন্ন আম উৎপাদন হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলাতে। তবে আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জ এতে কোনো সন্দেহ নেই। এদেশে মোট উৎপাদিত আমের প্রায় ৬০ ভাগই উৎপাদন হয় এই দু'জেলায়। অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে কোনো জেলায় আম এখন মার্বেল আকারের, কোনো জেলায় মটরদানা আকারের এবং কোনো জেলায় সবেমাত্র ফুলফোটা শেষ হয়েছে। প্রতিবছর আমের মৌসুমে সবার দৃষ্টি থাকে এই দু'জেলার দিকে। বিশেষ করে ক্রেতাদের নজর থাকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীর আমের উপর। আম বাজারজাতকরণ শুরু হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে চলতে থাকে আমের উৎপাদন স্থান ও জাত নিয়ে প্রতারণা। আম যে স্থানের হোক না কেন রাজধানীতে কেনাবেচার সময় সব আমেই হয়ে যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ বা রাজশাহীর আম। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মানুষের ভাল জাতের আম চিনতে পারেন সহজেই কিন্তু অন্যান্য জেলার মানুষের পক্ষে ভাল আম চেনা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফলে অনেকে বিক্রেতার কথা বিশ্বাস করে অন্য এলাকার আম চাঁপাইনবাবগঞ্জ বা রাজশাহীর আম হিসেবে কিনে থাকেন। ফলে না জেনে প্রতারণার শিকার হন ক্রেতারা।

আমের প্রধান জাতগুলোর পরিপক্কতার সময় সম্পর্কে একটু ধারণা থাকলেই সহজেই পেতে পারেন ভাল আম। বিষমুক্ত আম খাওয়ার জন্য জানা দরকার কোন জাতের আম কখন পরিপক্ক হয় এবং কখন সংগ্রহ করা হয়। কারণ অপরিপক্ক আমে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য স্প্রে করে আমকে আগাম পাকানো হয়। অতি আগাম আম না খাওয়াই ভাল। আমাদের দেশের মানুষ যে জাতগুলোর আম বেশি পছন্দ করে সেগুলো হল- গোপালভোগ, খিরসাপাত, হিমসাগর, ল্যাংড়া, বারি আম-২ (লক্ষণভোগ), বারি আম-৩ (আম্রপালি), বারি আম-৪ (হাইব্রিড), বারি আম-৫, বারি আম-৬ (বৌলানি), বারি আম-৭ (আপেল আম), ফজলি ও আশ্বিনা আম। এছাড়াও কিছু জাত রয়েছে তবে সেগুলো স্থানভেদে পাওয়া যাবে। এদেশে মে মাস পর্যন্ত কোনো ভাল জাতের আম বাজারে পাওয়া যায় না। এ সময়ে বাজারে গুটিজাতের আম পাওয়া যাবে। বারি আম-১ (মহানন্দা), বারি আম-৫ ও গোপালভোগ এই জাতগুলো প্রকৃতিগতভাবে পাকে জুন মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে, বারি আম-২ (লক্ষণভোগ), খিরসাপাত ও হিমসাগর আমগুলো পাকে জুন মাসের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ সপ্তাহে, ল্যাংড়া, বারি আম-৩ (আম্রপালি), বারি আম-৬ (বৌলানি) এবং বারি আম-৭ (আপেল আম) আমগুলো পাকে জুন মাসের তৃতীয় হতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে, ফজলি, বারি আম-৪ এবং বারি আম-৮ আমগুলো পাকে জুলাই মাসের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত এবং আশ্বিনা জাতটি পাকে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে। সুতরাং জুন মাসে বাজারে বিভিন্ন জাতের আমের সরবরাহ থাকে সবচেয়ে বেশি। তবে অবস্থানগত পার্থক্য ও আবহাওয়াগত পরিবর্তনের (তাপমাত্রা বেশি হলে) কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই কোনো কোনো জাত পাকতে পারে তবে এটি ব্যতিক্রম। উল্লেখিত সময়ে ক্রেতারা খুব সহজেই ভাল জাতের আম কিনতে পারবেন ও আপনজনকে পাঠাতে পারবেন। আম কেনার সময় আঘাতপ্রাপ্ত, নরম ও কালো দাগযুক্ত আম না কেনাই ভাল। সুতরাং পছন্দনীয় আমের পরিপক্কতার সময় সম্পর্কে মোটামুটি একটু ধারণা থাকলেই খুব সহজেই ভাল আম খাওয়া যাবে। অপরপক্ষে আম পাকানোর জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন হরমন ও বিষাক্ত কীটনাশকমুক্ত আম খাওয়া সম্ভব। পরিশেষে বলা যায়, ক্রেতাসাধারণের সচেতনতা ও বিচক্ষণতা পারে আমসহ বিভিন্ন ফলে অনাকাঙ্খিত বিষ প্রয়োগ থেকে মুক্ত করতে।